মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শিল্প মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০

২১ পৌষ ১৪২৯ ▪ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
মোঃ আবদুল হামিদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

শিল্প মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০

২১ পৌষ ১৪২৯ ▪ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশকাল
২১ পৌষ-১৪২৯
৫ জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক ও কপিরাইট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
জামিল আক্তার, নকশাবিদ

ইলাস্ট্রেশন
রনি হোসেন

মুদ্রণ: রাইয়্যান প্রিন্টার্স
২৭৭/২এ, এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৫-৮৮৩৩৩৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২১ পৌষ ১৪২৯
৫ জানুয়ারি ২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন অন্যতম নিয়ামক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালে অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশে শিল্পায়নের সূচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারা আরো এগিয়ে নেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার বিগত এক যুগে বাংলাদেশে শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিল্প কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিতে দেশে বিশ্বমানের শিল্পপণ্য উৎপাদন হচ্ছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান ক্রমেই সুসংহত হচ্ছে। পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেলের মতো যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগ সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনাসহ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোক্তাবান্ধব ও সৃজনশীল কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি প্রয়াসে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ, দীর্ঘমেয়াদী নীতি-কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। বেসরকারি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করে থাকে। এবছর সম্মাননাপ্রাপ্ত শিল্পোদ্যোক্তাদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়নের চলমান ধারাকে সুসংহত করবে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করবে–এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ পৌষ ১৪২৯
৫ জানুয়ারি ২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্প উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালীন সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে শিল্প প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ১৯৫৭ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশব্যাপী শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও পরিকল্পিত শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আমরা জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়ন করেছি। পাশাপাশি খাতভিত্তিক পৃথক নীতিমালাও তৈরি করা হয়েছে। আমাদের সরকারের গৃহীত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে দেশে টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। দেশের মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বে চলমান শিল্প বিপ্লবের ধারা শিল্প উৎপাদনে ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক টেকনোলজির ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ধারা পাল্টে দিয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা তৈরি হয়েছে। এ ধারা এগিয়ে নিতে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হচ্ছে এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা বেগবান হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদানও আমাদের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমি মনে করি, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পখাতে তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাঁরা নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হবেন এবং উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করে রপ্তানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবেন। ফলে একদিকে যেমন উদ্যোক্তারা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস জোরদার হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে **'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০'** বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমি আনন্দিত। এই মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। সেই সাথে আমি **'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০'** এর জন্য নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার, বিশ্ববরেণ্য নেতা, সফল রাষ্ট্রনায়ক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় শিল্পখাত অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত। দেশের ধারাবাহিক ইতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনেও রয়েছে শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৫.৩৬ শতাংশে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ফলে বিগত অর্থবছরগুলোতে কোনো কোনো শিল্পোন্নত দেশের জিডিপিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

আমাদের সরকার, শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব সরকার। দেশে টেকসই শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ধরণের সৃজনশীল উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিত 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার', 'সিআইপি (শিল্প) কার্ড', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' ইত্যাদি প্রদান করছে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা যোগানো হচ্ছে। বেসরকারিখাতের শিল্প উদ্যোক্তারাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেপথ্যের নায়ক। তাঁদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা, নিরন্তর পরিশ্রম এবং সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে।

৬ষ্ঠ বারের মত 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই স্বীকৃতি শিল্প উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নবীন শিল্প উদ্যোক্তারাও নিজেদের পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমানের শিল্প স্থাপনে উজ্জীবিত হবেন। ফলে দেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা বেগবান হবে। এ ধরণের ইতিবাচক প্রয়াস অব্যাহত রেখে শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি **'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০'** প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

২১ পৌষ ১৪২৯
৫ জানুয়ারি ২০২৩

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের শিল্প খাতের সম্প্রসারণ এবং যুগোপযোগী নীতিমালা এবং কৌশল নির্ধারণের মূল দায়িত্ব প্রধানতঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপরই ন্যস্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের বেসরকারি খাতে ব্যাপক শিল্প কর্মকান্ডে সমর্থন যোগাতে শিল্প মন্ত্রণালয় সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করা হয়ে থাকে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" বিনির্মাণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে এদেশে সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক দিকনির্দেশনায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ এখন সমগ্র বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি প্রাপ্তি মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনন্য অর্জন। উন্নয়নশীল দেশে টেকসই উত্তরণের পথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আজীবন বাংলা ও বাঙালিকে ভালোবেসে গেছেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও গেয়েছেন বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশের জয়গান। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশপ্রেমিক সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০২০' বিজয়ী সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পুরস্কার বিজয়ীগণ অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অবদান রাখবেন বলে আমি একান্তভাবে কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি)

সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। শিল্পখাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হলো শিল্পায়ন। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে বেসরকারি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বেসরকারি খাতে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩' এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এ ধরণের স্বীকৃতির মাধ্যমে বেসরকারি খাত উদ্দীপ্ত হয় এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প পণ্য বৈচিত্রকরণে অগ্রসর হয়। যার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বেগবান হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে বাংলাদেশে শিল্পায়নের ধারাকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বিগত এক দশকে দেশব্যাপি শ্রমবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ঘটেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে এক উদীয়মান শক্তি। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতার সাম্প্রতিক স্বীকৃতি অর্জন, মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে উন্নীত হওয়ার পথে আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগেই দেশের এই অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের মেধা, সৃজনশীল চিন্তা, নিরন্তর পরিশ্রম এবং সাহসী সিদ্ধান্তই দেশের শিল্প খাতকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক পৃষ্ঠপোষকতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ স্বীকৃতি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে। আমি আশাকরি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ তাদের জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা উপযোগী পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে।

আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

মো. জসিম উদ্দিন

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশের শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান করা হচ্ছে। আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' এর জন্য নির্বাচিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোদ্যোক্তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন ছিল উৎপাদনভিত্তিক শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত এক দশকে শ্রমবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই, সর্বজনীন, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন ব্যবস্থাপনা দেশব্যাপি বিস্তৃত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অডিট ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়ার জাতীয় পর্যায়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২'-এর সাধারণ-সরকারি (শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্পবান্ধব নীতিকাঠামো ও যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১১২% বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, বিগত ৬১ বছরের মধ্যে এ বছর সর্বোর্চ্চ ১৮.৩২ লক্ষ মে. টন লবণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে, দেশিয় কারখানায় ৯.৫০ লক্ষ মে. টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০.১০ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে, প্রথমবারের মতো একর প্রতি ১৯ মে. টনের স্থলে ৮২ মে. টন পর্যন্ত আখ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে এবং চামড়া শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা/চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের বৈচিত্রকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মেধাসম্পদ সুরক্ষায় ১০টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং পণ্য ও সেবার জাতীয় মান সংরক্ষণের স্বীকৃতিস্বরূপ ১০৭টি অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়েছে। বিগত দশকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ১৫টি আইন, ৬টি বিধিমালা ও ১৮টি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প খাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের পাশাপাশি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার', 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' ও জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারও প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর ষষ্ঠ বারের মত 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' প্রদান করা হচ্ছে। মোট ০৬টি ক্যাটাগরিতে বৃহৎ শিল্পে ০৫টি, মাঝারি শিল্পে ০৫টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ০৪টি, মাইক্রো শিল্পে ০১টি, কুটির শিল্পে ০২টি এবং হাইটেক শিল্পে ০৩টিসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

আমি 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০'-এর জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাকিয়া সুলতানা

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০

স্যুভেনির প্রকাশনা উপকমিটি

সার্বিক পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান
জনাব জাকিয়া সুলতানা
সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

জনেন্দ্র নাথ সরকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, যুগ্মসচিব (বিসিআইসি ও বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
মোঃ হারুন অর রশিদ, যুগ্মসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
ফেরদৌসি বেগম, যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স, আইসিটি ও এমআইএস), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
শরিফ মোঃ মাসুদ, উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
এ,এফ,এম, আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (বিএসটিআই), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
নূর-ই-খাজা আলামীন, উপসচিব (এমআইএস), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
মোস্তাক আহমেদ, উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
ড. মোঃ ফয়সাল আবেদীন খান, উপসচিব (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
মোঃ সলিম উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
মোঃ মোস্তফা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (পিআরজিআইএম), শিল্প মন্ত্রণালয়- সদস্য
মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য

ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি), শিল্প মন্ত্রণালয়- সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের প্রেক্ষাপট	২০
২	এক নজরে শিল্প মন্ত্রণালয়	২১
৩	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন	২২-২৪
৪	২০২০ সালে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৫
ক)	বৃহৎ শিল্প	
১ম (যৌথ)	রানার অটোমোবাইলস লিঃ	২৬-২৭
১ম (যৌথ)	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	২৮-২৯
২য় (যৌথ)	বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৩০-৩১
২য় (যৌথ)	ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ	৩২-৩৩
৩য়	এনভয় টেক্সটাইল লিঃ	৩৪-৩৫
খ)	মাঝারি শিল্প	
১ম	নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড	৩৬-৩৭
২য় (যৌথ)	মাসকোটেক্স লিমিটেড	৩৮-৩৯
২য় (যৌথ)	এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিঃ	৪০-৪১
৩য় (যৌথ)	বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড	৪২-৪৩
৩য় (যৌথ)	অকো-টেক্স লিঃ	৪৪-৪৫
গ)	ক্ষুদ্র শিল্প	
১ম	মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড	৪৬-৪৭
২য় (যৌথ)	আব্দুল জলিল লিমিটেড	৪৮-৪৯
২য় (যৌথ)	প্যাসিফিক সী ফুড্স লিমিটেড	৫০-৫১
৩য়	মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিঃ	৫২-৫৩
ঘ)	মাইক্রো শিল্প	
১ম	মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ	৫৪-৫৫
ঙ)	কুটির শিল্প	
১ম	ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিঃ	৫৬-৫৭
২য়	রং মেলা নারী কল্যাণ সংস্থা (আর এন কে এস)	৫৮-৫৯
চ)	হাইটেক শিল্প	
১ম	ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিঃ	৬০-৬১
২য়	মীর টেলিকম লিমিটেড	৬২-৬৩
৩য়	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড	৬৪-৬৫
১	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯ প্রাপ্তদের তালিকা	৬৬
২	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮ প্রাপ্তদের তালিকা	৬৭
৩	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৭ প্রাপ্তদের তালিকা	৬৮
৪	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৬ প্রাপ্তদের তালিকা	৭৯
৬	রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ প্রাপ্তদের তালিকা	৭০

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের প্রেক্ষাপট

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠন, যখন মাথাপিছু আয় ১২,৫০০ ইউএস ডলারের বেশি এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১০ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। টেকসই শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ধরণের সৃজনশীল উদ্যোগের অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্পখাতে সমৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা জোরদার করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর শাহাদাতবরণের পর বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা স্থবির হয়ে পড়লেও বীর বাঙালি কোনো অপশক্তির কাছে মাথানত না করে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে বাংলাদেশের শিল্পায়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন 'দারিদ্র্য, ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ১৩টি দপ্তর-সংস্থার মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প-কারখানায় আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। ফলে দেশেই এখন বিশ্বমানের শিল্প পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং বিশ্ব বাজারে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের সুনাম এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। এর সিংহভাগ কৃতিত্ব আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাদের। তাঁদের এ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান সরকারের অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নৈতিক দায়িত্ব। শিল্প মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রাখার প্রয়াস করে যাচ্ছে।

শিল্পায়ন একটি জ্ঞানভিত্তিক ও চলমান সৃজনশীল প্রয়াস। উন্নয়নশীল অবস্থা থেকে একটি দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের অপরিহার্য অগ্রাধিকার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপন করা। এই ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্য বৈচিত্রকরণে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থাপন সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান অপরিহার্য। একই সাথে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন, আমদানি বিকল্প শিল্পপণ্য উৎপাদন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি-নির্ভর পণ্য উৎপাদনে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা দরকার। ঐতিহ্যবাহী, অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দেয়া এবং পরিবেশবান্ধব, সবুজ ও টেকসই শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা অত্যাবশ্যক। এ অবদানের স্বীকৃতিতে বেসরকারিখাত উদ্দীপ্ত হয় এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পপণ্য বৈচিত্রকরণে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণে এগিয়ে আসে। এর ফলে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা বেগবান হয়।

অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, বহুমুখী পণ্য উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি শিল্প উন্নয়নের সর্বজন স্বীকৃত নির্ণায়ক। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, পণ্য রপ্তানি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রণোদনা সৃষ্টি, এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩' জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশনাবলীর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ২০১৪ খিস্ট্রাব্দ হতে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে। এ মহৎ উদ্যোগ শিল্পখাতে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ বাড়াবে এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের চলমান ধারাকে সুসংহত করবে ।

প্রতি বছর বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও হাই-টেক ক্যাটাগরির শিল্পে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

এক নজরে শিল্প মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে পাকিস্তান সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যাণিজ্য ও শিল্প (Commerce & Industries) বিভাগের মাধ্যমে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শাসনকালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্প বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ও দেশের শিল্প উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ইপসিক' প্রতিষ্ঠা করা, যা আজ 'বিসিক' অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য ও শিল্প ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প ও বাণিজ্য দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৪টি করপোরেশন, ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর, একটি বোর্ড এবং ২টি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন এবং করপোরেশন ও দপ্তরসমূহের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো :

ভিশন: উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

মিশন: রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

করপোরেশন

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)
- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

দপ্তর

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
- প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বোর্ড

- বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

ফাউন্ডেশন

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)
- ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

বর্তমানে ৯টি অনুবিভাগের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে:

- জাস, সমন্বয়, প্রওম ও এপিএ
- প্রশাসন
- রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন
- বিসিক, এসএমই ও বিটাক
- নীতি, আইন ও আস
- মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা সহায়তা
- আইসিটি, ইনোভেশন ও পলিসি রিসার্চ এন্ড গ্লোবাল ইস্যুজ ম্যানেজমেন্ট
- জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া, বিরা, বেখা ও বিআইএম
- পরিকল্পনা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

দেশের শিল্পখাতের উন্নয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে:

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট-জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়;

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ই-লাইব্রেরি উদ্বোধন

- শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে ই-লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে;
- ৬১ বছরের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৮.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশীয় কারখানায় ৯.৫ লক্ষ মে. টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০.১০ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে;
- প্রথমবারের মতো একর প্রতি ১৯ মে. টনের স্থলে ৮২ মে. টন পর্যন্ত আখ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়েছে;
- চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে;

শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ গ্রহণ করছেন শিল্পসচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা

- আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে অডিট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে; অডিট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় পাইওনিয়ার হিসেবে সাধারণ সরকারি (শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান) ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২২' অর্জন করে;

- শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অধিকতর মনোনিবেশের লক্ষ্যে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ;

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপি বাস্তবায়নে মোট বরাদ্দের ১১২.২৪% বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ৩টি আইন (আয়োডিনযুক্ত লবন আইন ২০২১, বয়লার আইন ২০২২ ও বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২২) প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪টি নীতিমালা (আটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, জাতীয় লবন নীতি ২০২২, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ ও হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২) প্রনয়ণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৬টি আইন ও ২টি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে;
- পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ঢাকাস্থ হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প সাভারের হোমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। উক্ত ট্যানারি শিল্পকে পরিবেশবান্ধব করতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে এবং CETP-'র Compliance শতভাগ নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন BSEC-এর ইস্টার্ণ কেবলস লি. ২০২১-২২ অর্থবছরে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ৫,২৪,৫২৬ ইউএস ডলার মূল্যের রপ্তানি আয় এবং প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. ৩৮.৫০ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে;
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএসএফআইসি'র কেরু অ্যান্ড কোং লি. বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৩ লাখ ৭৯ হাজার প্রুফ লিটার লিকার উৎপাদন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কেরু অ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লি. ৪৯ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে;

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুসরণক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ সংশোধন করা হয়েছে;
- প্রকল্পসমূহ মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সকল প্রকল্প এলাকায় CCTV ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক মনিটরিং করা হচ্ছে;
- অটোমোবাইল কারখানা স্থাপন ও জাহাজ নির্মাণ জোন স্থাপন সম্পর্কিত MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ১৮টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে;
- সকল দপ্তর/সংস্থাকে iBas++ এর আওতায় আনা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড

হাফিজুর রহমান খান
চেয়ারম্যান

বৃহৎ শিল্প
১ম পুরস্কার
(যৌথ)

রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড বাংলাদেশের মোটরসাইকেল শিল্পে প্রথম উৎপাদন ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি- ২০০০ সাল থেকে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে দেশের অর্থনীতিতে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড ২০১১ সাল থেকে ময়মনসিংহের ভালুকায় দেশের সর্ববৃহৎ এবং বিশ্বমানের নিজস্ব মোটর সাইকেল কারখানায় বাংলাদেশি রানার ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের মোটরসাইকেল এবং যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিপণন করছে। এছাড়া প্রথম থ্রি-হুইলারের উৎপাদনকারী রানার ইতোমধ্যে বাজারজাত শুরু করেছে।

'রানার' একমাত্র 'বাংলাদেশি অটোমোবাইল ব্র্যান্ড' যা মোটর সাইকেল ও থ্রি-হুইলার উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে বৈশ্বিক গুণগত মান ও যথাযথ বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করছে বলেই বিশ্বের নামি দামি ব্র্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশে একটি নির্ভরযোগ্য মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রানার অটোমোবাইলস দেশের মানুষের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি ২০১৭ সাল থেকে 'রানার' 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড এর মোটর সাইকেল নেপাল ও ভুটান এ রপ্তানির মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশি অটোমোবাইল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের পতাকাকে বিদেশের মাটিতে নিয়ে গেছে এবং রপ্তানি শিল্পকে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে শিল্প বিকাশে দেশীয় একমাত্র মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড হিসেবে আন্তর্জাতিক সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২০-২০২১ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড' ২০২০ অর্জন করে। আমাদের মোটরসাইকেল শিল্প দেশের জন্য বয়ে আনবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তৈরি করবে দক্ষ জনশক্তি এবং রপ্তানি বাজারকে বিশ্ব দরবারে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এ লক্ষ্যে হাজারো দক্ষ কর্মী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

ওয়ার হাউজ

প্রেস ইউনিট

ওয়েল্ডিং

পেইন্ট সপ

প্রোডাক্ট এসেম্বল

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

আব্দুল মুক্তাদির
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বৃহৎ শিল্প
১ম পুরস্কার
(যৌথ)

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের একটি অন্যতম নাম। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে ২০০৮ সাল থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে এবং বর্তমানে দেশের ঔষধ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের ৭৪টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি জিরাবো সাভারে অবস্থিত।

ঔষধ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি ডায়াপার, হসপিটাল সাপ্লাইস প্রডাক্ট ও বায়োহাইজেনিক ইক্যুইপমেন্টস প্রভৃতি সেক্টরে ব্যবসায় সফলতা অর্জন করেছে এবং ঔষধ রপ্তানি শিল্পে ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পদক প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪র্থ ও ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে শিল্প বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে যা বাগানে পানি দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিস্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয় যাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির অপচয় না হয়। প্রোডাকশন এরিয়াতে এলইডি লাইট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী হিসেবে সোলার এনার্জির ব্যবহার এনার্জি সেভিংস এর জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। মেয়াদ উত্তীর্ণ কাঁচামাল, ঔষধ এবং ইটিপিতে উৎপাদিত স্লাজ পোড়ানোর জন্য ২০০ কেজি/ঘন্টা বার্নিং ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইনসিনারেটর স্থাপন করা হয়েছে যা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৬০০-৮০০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ প্রতি বছর অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এবং সেবা সহযোগিতায় সর্বদা উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করে যা সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষের পাশে ইনসেপ্টা সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং দেশের পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে প্রচারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

কোয়ালিটি কন্টোল বিভাগ

প্রোডাকশন সেকশন -২

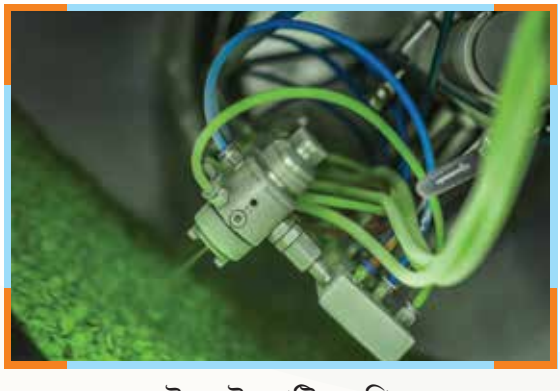

টেবলেট কোটিং মেশিন

স্টেট আব দি আর্ট (art) প্রোডাকশন ফেসিলিটি

বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড

মোঃ পারভেজ রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বৃহৎ শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। সে সময় দেশের নাজুক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বৈদ্যুতিক কেবলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এনে বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ মজিবর রহমান ১৯৭৮ সালে বিসিক শিল্প নগরী কুষ্টিয়াতে স্থাপন করেন বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড। যা ছিল শিল্প নির্বাচনে দূরদর্শী পরিকল্পনার প্রতিফলন। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে শুরুতে মাত্র দুটি মেশিন নিয়ে শুরু হয় কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানের কঠোর পরিশ্রম, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও অধ্যবসায় এর জন্য সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আজ দেশের শীর্ষ স্থানীয় বৈদ্যুতিক ওয়্যারস এন্ড কেবলস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সকল ধরনের পিভিসি কেবলস, এ্যালুমিনিয়াম কেবল, এএসি, এসিএসআর কন্ডাক্টর, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ফাইবার অপটিক্যাল কেবল, বৈদ্যুতিক পাখা, মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার ও ইউপিভিসি পাইপ এন্ড ফিটিংস । দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাস্তবায়িত মেগা প্রকল্প সমূহের চাহিদা পূরণের জন্য সর্বপ্রথম দেশে স্থাপন করা হয়েছে ২৩০ KVA এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কেবল প্লান্ট ও ৪৪০ KVA কেবল উৎপাদন এর জন্য VCV প্লান্ট যা দেশের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহন করে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানটি ১৫৬ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য কোম্পানির নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। যার ফলে ক্রেতাগণ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত এবং উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে মান নিয়ন্ত্রিত বি আর বি পণ্য সহজেই কিনতে পারে।

সর্বাধুনিক কাঁচামালের ব্যবহার ও উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের কারনেই বি আর বি পণ্যেই ক্রেতা সাধারণের আস্থা। উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে বিপুল পরিমান রাজস্ব ও মূল্য সংযোজন কর প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক অবদান রয়েছে। কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে স্থাপিত হয়েছে বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কিয়াম মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, এম আর এস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, বি আর বি ওয়্যারস এন্ড কেবলস, বি আর বি এনার্জি লিমিটেড, বি আর বি এয়ার লিমিটেড, ও বি আর বি হসপিটাল লিমিটেড। এছাড়াও এ অঞ্চলের জনগণের স্বল্প মূল্যে সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সেলিমা মেডিক্যাল কালেজ হসপিটাল লিমিটেড স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড- এর এই বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদনে যুগোপযোগী গতিশীল দূরদর্শী দিক নির্দেশনাসহ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করছেন কোম্পানির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মজিবর রহমান ও তার সুযোগ্য পুত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ পারভেজ রহমান।

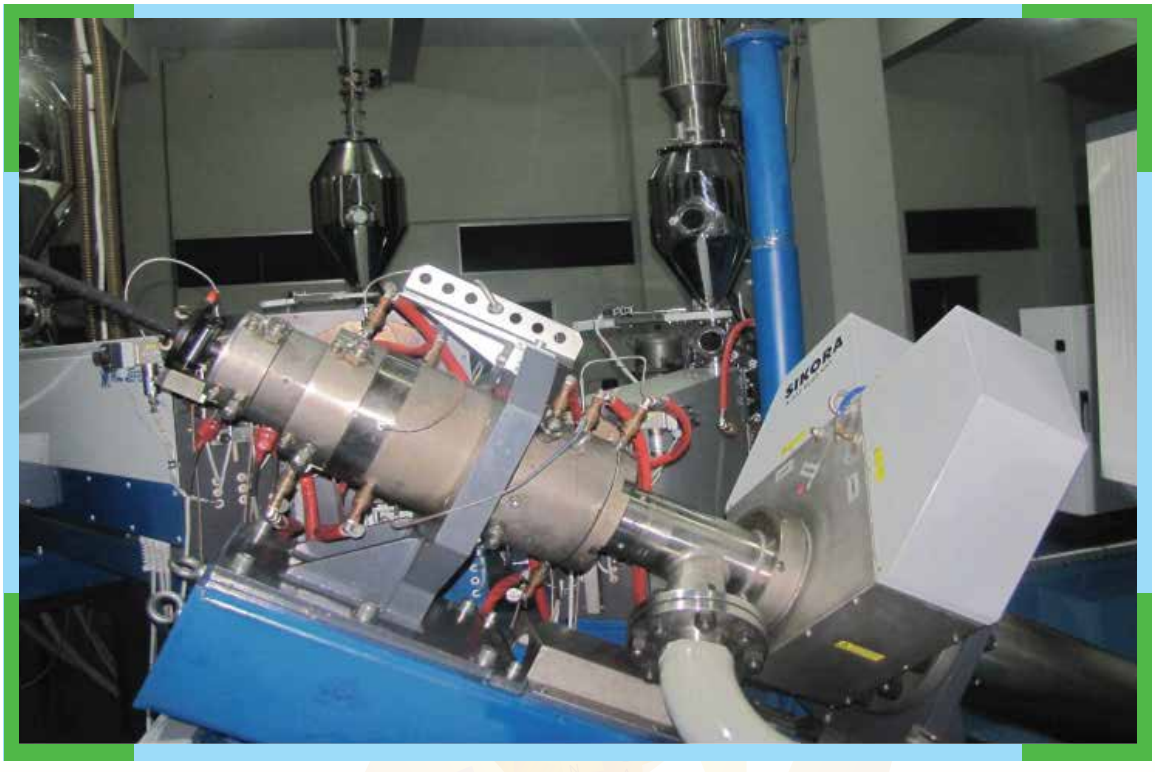

এক্সটা হাই ভোল্টেজ কেবল সেকশনের সিসিভি লাইন মেশিন

উৎপাদিত কেবলের কয়েলিং কার্যক্রম

এএসি ও এসিএসআর কন্ডাক্টর উৎপাদন কার্যক্রম

বৈদ্যুতিক ফ্যান উৎপাদন কার্যক্রমের একাংশ

সুপার এনামেল ওয়্যার উৎপাদন কার্যক্রমের একাংশ

ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ

মোঃ মনির হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বৃহৎ শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ ফারিহা গ্রুপের একটি অন্যতম ১০০% রপ্তানিমুখী একাধিক ধরণের অভিনব সুতা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৭৮১৫ জন শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছে এবং কাঁচামাল তুলা থেকে সুতা উৎপাদনের বাৎসরিক সক্ষমতা প্রায় ১০,০০০ মেট্রিক টন। জনাব মোঃ মনির হোসেন- সি.আই.পি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ কে বিশ্বের বৃহত্তর আধুনিক সুতা প্রস্তুতকারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন নিয়ে রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জে ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব প্রশমনে সহায়তা করা এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখা সূচনালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটির সামষ্টিক উদ্দেশ্য ছিল। বছরের পর বছর ধরে টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের একটি ক্রমবর্ধমান তালিকার সাথে যুক্তথেকে এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় উল্লেখযোগ্য সমন্বিত সুতা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার অবস্থানকে মজবুত করেছে।

ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর বর্তমান উৎপাদন প্রক্রিয়া এই সময়ের সবচেয়ে অত্যাধুনিক সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মেশিনারিজ দিয়ে নির্মিত বিধায় দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরুপ ২০১৬ সালে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করায় বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও উৎপাদিত পণ্যের মান আধুনিকায়নে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ হতে মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানি করা হয়ে থাকে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। দেশের বিদ্যমান তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন সচল রেখে উক্ত চাহিদা পূরণে এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রতিষ্ঠানটি একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তার সমন্বয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। যথাযথ কমপ্লায়েন্স, বাংলাদেশ শ্রম আইন, আই. এল. ও এবং ক্রেতাদের আচরণবিধি নীতিমালা অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে। শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় সবুজ এরং শ্যামলে ঘেরা কর্মপরিবেশ বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টিম নিয়োজিত ছাড়াও স্থানীয় একটি হাসপাতালের সহিত জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা এবং নিজস্ব এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। অগ্নিদূর্ঘটনা থেকে সুরক্ষায় পর্যাপ্ত ধোঁয়া সণাক্তকরণ যন্ত্র, হোসপাইপ, অগ্নি নির্বাপন গ্যাস, অটোমেটেড হাইড্রোলিক পাম্প এবং একাধিক জরুরী নির্গমন পথ এর ব্যবস্থা রয়েছে।প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

অটোকোনার প্রসেস

কেপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট এরিয়া

কার্ডিং প্রসেস

কোয়ালিটি এন্ড প্রোডাকশন ল্যাব

রিং ফ্রেম প্রসেস

এনভয় টেক্সটাইল লিঃ

কুতুবউদ্দিন আহমেদ
ভাইস চেয়ারম্যান

বৃহৎ শিল্প
৩য়
পুরস্কার

এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ বাংলাদেশের একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী ডেনিম ফ্যাব্রিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ২০০৮ সালে বার্ষিক ১৬ মিলিয়ন গজ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে তা ৫০ মিলিয়ন গজে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবর হতে কোম্পানির স্পিনিং প্রকল্প থেকে বাণিজ্যিকভাবে সুতা উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে সেখানে দৈনিক সর্বোচ্চ ৭০ টন সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬ সালে এনভয় টেক্সটাই-লস লিমিটেড বিশ্বের প্রথম লিড সার্টিফাইড প্লাটিনাম ডেনিম মিল হিসেবে অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছে। জ্বালানি ও পরিবেশ পরিকল্পনায় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে আমেরিকার গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল এনভয় টেক্সটাইলসকে এ সনদ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান জনবলের সংখ্যা প্রায় ৩০০০। এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অনুদান প্রদান করে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশুদের জন্য একটি বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড বহন করে থাকে।

এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড ২০০৯ সন হতে এ পর্যন্ত ৯ বার জাতীয় রপ্তানি পদক এবং ২০১৬, ২০১৭ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ ২০১৭ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'স্পিনিং ও টেক্সটাইল' খাতে ৪র্থ সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বা-চিত হয়েছেন এবং তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ "করবাহাদুর পরিবার" সম্মানে ভূষিত হয়ে আসছেন।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্প্যানিশ সরকার স্পেনের রাজার পক্ষ থেকে তাঁকে ২০২০ সালে 'নাইট অফিসার অফ স্প্যানিশ রয়্যাল অর্ডার অফ সিভিল মেরিট' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর পুত্র জনাব তানভীর আহমেদ এনভয় টেক্সটাইলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্যোক্তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ এর মূল ফটক

বল র‍্যাপিং

ইটিএল মেশিনারিজ

স্পিনিং সেকশন

ফিনিশিং সেকশন

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড

আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তালহা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাঝারি শিল্প
১ম
পুরস্কার

শিল্পায়ন অর্থনীতির চালিকা শক্তি। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্যের বহুমুখীকরণে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে বেগবান করবে এবং বেসরকারি খাতের শিল্প উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা মনে করি।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড নোমান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যা এপ্রিল, ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে টাওয়াল রপ্তানির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাটি মির্জাপুর গাজীপুর অবস্থিত। যার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে টাওয়াল শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং গ্রাহকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করা। আমাদের এই শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশীয় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড একটি ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড টাওয়াল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক, যেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি রয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান পণ্য ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে। সরকারের ব্যবসা বান্ধব নীতি সহায়তা ও চমৎকার অবকাঠামো এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার ফলে নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড বানিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ সাল হতে টানা সাত বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) রপ্তানিকারক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। রপ্তানি ও উৎপাদনের ক্যাপাসিটি বিবেচনায় এটি বিশ্বে অন্যতম টাওয়াল কারখানা।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড ব্যবসায়ের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত দক্ষ আর এন্ড ডি এবং ইনোভেশন টিম রাত দিন কাজ করে যাচ্ছে। নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর পণ্য কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং প্রতি বছর নতুন বাজার সম্প্রসারণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড আর্ন্তজাতিক ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত কমপ্লায়েন্স মেনে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তির বিকল্প ব্যবহার এবং কার্বন নিঃসরন কমানোর জন্য নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর শীর্ষ অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে এবং তারা এটিকে তাদের প্রধান সিএসআর হিসাবে বিবেচনা করে।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড সৌর শক্তির ব্যবহার এবং ভূ-র্গভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে জলাধার তৈরি করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড গর্বের সাথে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খুচরা বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে দেশের কল্যাণে আরও অধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে সহায়তার জন্য সদাশয় সরকার প্রধানসহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, সম্মান ও আন্তরিক ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি।

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর ইটিপি ব্যবস্থা

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর সেলাই সেকশন

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর উইভিং মেশিন

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর জ্যাকুয়ার টাওয়েল

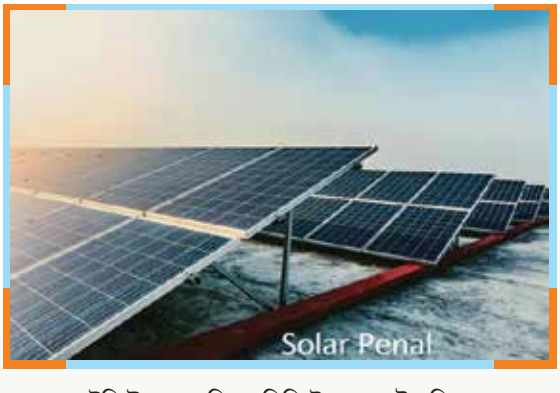

নোমান টেরি টাওয়াল মিলস লিমিটেড এর সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল

মাসকোটেক্স লিমিটেড

ফাহিমা আক্তার
পরিচালক

মাঝারি শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

মাসকোটেক্স লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যা ২০০৮ সালে মাসকো গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা, আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুনগত মানের পণ্য উৎপাদনপূর্বক বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আস্থা অর্জন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মান্নান ম্যানশন ৩১/৩২, সাতাইশ রোড, টঙ্গী, গাজীপুরে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্সসহ প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী টিম রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাথে বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদানের সু-ব্যবস্থা করা আছে। কারখানায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, বায়ু চলাচল, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ খাবার পানি, নামাজের কক্ষ, খাবার কক্ষ, নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট, পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স এবং ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপনের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ধোঁয়া সনাক্তকরণ যন্ত্র, ফায়ার হোস পাইপ, অগ্নি নির্বাপন গ্যাসসহ অটোমেটেড হাইড্রোলিক পাম্প এবং একাধিক জরুরী নির্গমন সিঁড়ি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবচয়রোধ, কাইজান ও ৫ এস পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় প্রতিষ্ঠানের প্রোডাকটিভিটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাসকোটেক্স লিমিটেড গতানুগতিক কিছু পণ্যের উপর নির্ভর না করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদন করে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে আসছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের অর্জিত ছুটি নগদায়ন করা এবং প্রতিষ্ঠানটি তার সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন ভাতাসহ সকল পাওনা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যেকের নিজ নিজ হিসাব নম্বরে প্রতি মাসের সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে প্রদান করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী সমাজের বহুল পরিচিত, উচ্চ শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তিত্ব জনাব ফাহিমা আক্তার উক্ত কোম্পানির একজন সম্মানিত পরিচালক। এছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত।

দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ট্রাফিক কার্যক্রম, বিনামূল্যে গাছ বিতরণ, বৃক্ষ রোপণ অভিযান, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্কুলে অনুদান এবং অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে আর্থিক সহযোগিতাসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আসছে।

কারখানার মূল ফটক

কারখানার সুইং সেকশন

কারখানার উৎপাদিত পণ্য

কারখানার কাটিং সেকশন

কারখানার আয়রন সেকশন

এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিমিটেড

মোঃ শামীম রেজা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাঝারি শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পায়নের উপর জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সরকার বিভিন্ন শিল্পবান্ধব পরিকল্পনা, বিনিয়োগ চুক্তি, যুগোপযোগী আইন, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে শিল্পায়নের গতিধারাকে বেগবান করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এ দেশে সম্ভাবনাময় শিল্পখাতের বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে জনাব মোঃ শামীম রেজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স এপিএস এ্যাপারেলস লিঃ নামীয় শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান চালুর মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। প্রতিষ্ঠাটি বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত ও বিজিএমইএ এর সদস্য। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া, দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানায় অবস্থিত।

দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়ে বর্তমানে (১) মেসার্স এপিএস এ্যাপারেলস লিঃ, (২) মেসার্স এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিঃ, (৩) মেসার্স এপিএস নীট কম্পোজিট লিঃ, (৪) মেসার্স এপিএস হোল্ডিংস লিঃ, (৫) মেসার্স এপিএস ক্লথিং লিঃ, (৬) মেসার্স এপিএস এ্যাপারেলস (ডাইং ইউনিট) লিঃ এবং (৭) মেসার্স এপিএস পেপার ওয়ার্কস লিঃ প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে এপিএস গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত করে দেশের অগ্রগামি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে। নিবেদিত এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবস্থাপনামন্ডলীর মাধ্যমে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিশ্বমানের পোশাক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটি GOTS, OE এবং OEKO-TEX সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এবং ACCORD সহ সকল ধরনের Compliance অনুসরণ করে অন্যতম সেরা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরুপ আমাদের প্রতিষ্ঠান মেসার্স এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিঃ কে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০২০' নির্বাচিত করায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ফ্যাক্টরি ভবন

ফিনিসিং সেকশন

ফিনিসিং সেকশন

ফিনিসিং সেকশন

প্রোডাকশন সেকশন

বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড

মোঃ জসিম উদ্দীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাঝারি শিল্প
৩য় পুরস্কার
(যৌথ)

'বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড' একটি আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৬ সাল থেকে বিশ্বমানের প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখে আসছে। প্রতিষ্ঠাটি ডোমনা, কাশিমপুর, গাজীপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্টিজ এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। গ্রুপের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান মেসার্স 'বেঙ্গল প্লাস্টিক লিমিটেড' এবং বেঙ্গল পলি এন্ড পেপার স্যাক লিমিটেড রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় রপ্তানি স্বর্ণ পদক এবং সিআইপি ১৯৯৭-১৯৯৮ হতে ২০১৮ অর্জন করে আসছে।

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' এ 'বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড' কে নির্বাচিত করায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সুদৃঢ় ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্ঠা করছি। আমরা আশা করি বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব যদি অব্যাহত থাকে, বেসরকারি খাত আরও উত্তরোত্তর উন্নয়ন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং জাতীয় রাজস্ব আহরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

অবশেষে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' অর্জনে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড এর কারখানা

আধুনিক কারখানায় রোবোটিক মেশিন

উৎপাদিত পণ্য

উৎপাদিত পণ্য

পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া

অকো-টেক্স লিঃ

আব্দুস সোবহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাঝারি শিল্প
৩য় পুরস্কার
(যৌথ)

অকো-টেক্স লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট গার্মেন্টস প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মোদ্দমী, আন্তরিক ও পরিশ্রমী জনশক্তি, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আস্থা অর্জন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি জিরানী বাজার, (বিকেএসপি), কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুরে অবস্থিত।

এই প্রতিষ্ঠাটি শুরু থেকেই মানুষের মৌলিক চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল টেকসই ব্যবসা যার ভিত্তি হলো, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন। এই কোম্পানির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মধ্যে রয়েছে নীটিং, ডাইং, কাটিং, প্রিন্টিং, এম্ব্রয়ডারি, সুইং, ওয়াশিং এবং ফিনিশিংসহ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অপূর্ব সমন্বয়। মালিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রয়াসে ও অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে অকো-টেক্স লিমিটেড কাজ করে চলছে।

ভিশন :
টেকসই ব্যবসার স্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে পোশাক শিল্পে কাঙ্খিত মানে পৌছানো।
মিশন :

- যথাসময়ে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা।
- কর্মচারীর কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- কর্মীদের সাথে খোলা-মেলা আলোচনার মাধ্যমে আস্থা আর্জন করে অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরি করা।
- সুস্থ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

ভ্যালুস :

- নৈতিকতার সাথে ব্যবসা নিশ্চিত করা।
- অভিনবত্ব।
- সততা।
- ক্রেতার সন্তুষ্টি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অকো-টেক্স লিমিটেড স্থায়ী উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ এর চেষ্টায় তৎপর, যাতে রপ্তানি বাণিজ্য টেকসই হয়। এজন্য বাৎসরিক ২০ শতাংশ হারে উন্নয়ন ধরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ২০০৩ সাল হতে শুরু করে অদ্যাবধি অকো-টেক্স লিমিটেড অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। অকো-টেক্স লিমিটেড সম্মানিত ক্রেতাগণ : Bestseller A/S, Celio, Gerry Weber, Craghoppers, Tesco, United Colors of Benetton,Toray, Canadian Tire Corporation (CTC), Jako, Tendam, Street One, Marco Polo, US Polo,Tally WeiJL, Esprit, Tom Tailor সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান।

স্বীকৃতি ও সার্টিফিকেটসমূহ : গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, কর্মীবান্ধব কর্মপরিবেশ ও সেবা প্রদান করায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নানা সার্টিফিকেশন ও মেম্বারশীপ অর্জন করেছে, যেমন: ISO-45001, ACCORD, BSCI, OEKOTEX-100, GOTS, OCS, GRS, RCS, SEDEX, CT- PAT, UNGC, BCI, SUPIMA, OTA, SAC, PaCT. এছাড়া, অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান পরপর ০৭ বার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) সম্মাননায় ভুষিত হয়েছেন। সর্বোপরি, অকো-টেক্স লিমিটেড মনে করে যে উন্নয়ন ও গুণগত মানের কোন সীমা নেই, এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। তাই এখানে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রেরণা ও প্রেষণা প্রদান নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমিক, কর্মকর্তা, সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে নানা সিএসআর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কাটিং সেকশন

ডাইং সেকশন

ফিনিসিং সেকশন

প্রিন্টিং সেকশন

বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা

মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড

ফারহানা আক্তার
পরিচালক

ক্ষুদ্র শিল্প
১ম
পুরস্কার

মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড একটি শতভাগ প্রচ্ছন্নমুখী সেলাই-সুতা প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, যাহা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠানটি বাগহাটা, নরসিংদী সদর, নরসিংদীতে অবস্থিত। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সেলাই সুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি অন্যতম। সেলাই সুতার ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবং গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ সাল হইতে সেলাই সুতা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল টেকসই ব্যবসা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা দূরীকরণ।

মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড একটি সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী জগতের বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব ফারহানা আক্তার উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন সম্মানীত পরিচালক। যিনি সততা, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথাযথ কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

বাংলাদেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা, দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড সম্পূর্ণ নিজ খরচে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা 'মাসকো ট্রেনিং সেন্টার' নামে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেছে। যেখানে সমাজের বেকার নারী-পুরুষদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড সবসময় কারখানা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সার্বক্ষণিক ডাক্তার, নার্সসহ প্রশিক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকারী টিম রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপনের অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত ধোঁয়া সনাক্ত করন যন্ত্র, ফায়ার হোস পাইপ, অগ্নি নির্বাপন গ্যাসসহ অটোমেটেড হাইড্রোলিক পাম্প এবং একাধিক জরুরি নির্গমন সিঁড়ি রয়েছে। শ্রমিকদের কাজের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচে শ্রমিকদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক পিকনিকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের কাজের সুবিধার জন্য এক শ্রমিক থেকে অন্য শ্রমিকের নির্দিষ্ট দূরত্ব, উৎপাদনের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, খাবার জন্য ডাইনিং কক্ষ, টিফিন ও আপ্যায়নের সুবিধা, নারী- পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা, নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানসহ প্রতিষ্ঠানটিতে উন্নত কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক প্রয়াস ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বৃক্ষ রোপন অভিযান, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্কুলে অনুদান প্রদান করে আসছে।

কারখানার মূল ভবন

সেলাই সূতা ফিনিশিং

সূতা ড্রাই সেকশন

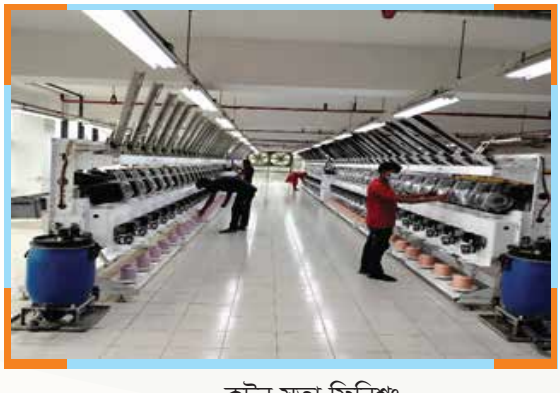

কটন সূতা ফিনিশিং

আব্দুল জলিল লিমিটেড

এ.কে.এম ফরিদ হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ক্ষুদ্র শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

সোনালী আঁশ খ্যাত বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট পাট উৎপাদনকারী এলাকা বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুরে ২০১৬ সালে আব্দুল জলিল লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয়। পাট ব্যবসায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী এই শিল্প প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পায়নে অনগ্রসর এই এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

আমাদের সুদীর্ঘ পারিবারিক পাট ব্যাবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং অত্র এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য এই মিল প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুপ্রেরণা। আব্দুল জলিল লিমিটেড শুরু থেকেই সুনামের সাথে বিশ্ববাজারে ভালো মানের পণ্য ও সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম জোরদার করে আসছে। তুরস্ক, চায়না, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ইরান, রাশিয়া, ভারত, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে নিয়মিত পণ্য রপ্তানি করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শ্রমিক কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে এবং বহু জনবল পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। আব্দুল জলিল লিমিটেড ১০০ ভাগ দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করে থাকে। প্রতিষ্ঠাটি সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আব্দুল জলিল লিমিটেড করোনা মহামারীর সময় ব্যাপকভাবে শ্রমিক, কর্মচারী এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

প্রতিষ্ঠানটি যে কোন জাতীয় দুর্যোগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্টেকহোল্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আব্দুল জলিল লিমিটেড বর্তমানে বাংলাদেশি পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে নতুন নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এই মিল প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি অত্র এলাকার ব্যাপক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহ প্রসার ও অন্যান্য অপরাধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আব্দুল জলিল লিমিটেড আগামী অর্থবছরে ৮০ কোটি টাকা রপ্তানি এবং অতিরিক্ত আরও ৬০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

আব্দুল জলিল লিমিটেড এর কারখানার মেইন গেইট

সুতা তৈরীর কাঁচামাল

উৎপাদিত পণ্য

সূতার ত্রুটি নির্ণয়

ফিনিশং সূতা

প্যাসিফিক সী ফুডস লিমিটেড

রতন ভট্টাচার্য্য
চেয়ারম্যান

ক্ষুদ্র শিল্প
২য় পুরস্কার
(যৌথ)

প্যাসিফিক সী ফুডস্ লিঃ একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সাল থেকে অত্র কারখানার কার্যক্রম শুরু হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মাবলী ও HACCP প্লান অনুসরণ করে কারখানার অবকাঠামোসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ২০১৩ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত (no.ctg-116) হয় এবং রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ই.ইউ,ইউ.এস.এফ.ডি এ এবং চীনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে হিমায়িত চিংড়ী, বিভিন্ন প্রজাতির সাদামাছ, সাগরের অপ্রচলিত মৎস্যপণ্য ও হিমায়িত কৃষিজপণ্য রপ্তানি শুরু করে।

রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিগত ১০ (দশ) বছর যাবৎ অত্র প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুনামের সাথে আর্ন্তজাতিক বাজারে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বিভিন্ন প্রজাতির হিমায়িত মূল্যসংযোজিত মৎস্যপণ্য (প্রচলিত ও অপ্রচলিত), চিংড়ী ও মূল্যসংযোজিত কৃষিপণ্য রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ২০২০-২০২১ ইং এবং ২০২১-২০২২ ইং অর্থবৎসরে যথাক্রমে ৪.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (এফ ও বি মূল্যে) মূল্যের হিমায়িত পণ্য রপ্তানি করেছে।

অত্র কোম্পানি সব ধরনের কর যথাসময়ে পরিশোধ করে আসছে। বিগত দুই অর্থবৎসরে ৯৩.০৪ লক্ষের অধিক কর প্রদান করেছে। এ কোম্পানি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত যেখানে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতি বৎসর নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ করে চলেছে। রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা-পরিচালক সিআইপি (রপ্তানি)-২০১৬ মনোনীত হয়েছেন। শ্রমিকদের কল্যাণে বিশেষ করে বিয়ে, অসুস্থতা ও আন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুদানসহ সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা দেয়া হয়।

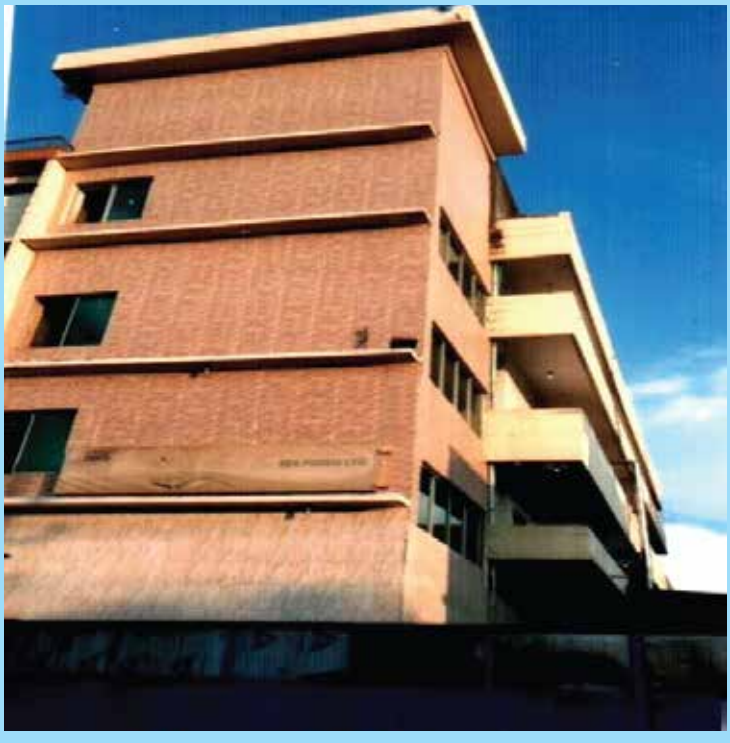

ফ্যাক্টরি ভবন

পাবদা মাছ (ব্লক ফ্রিজিং পণ্য)

প্লেট ফ্রিজার

কচুর লতি

ওয়াশিং এন্ড প্যাকেজিং

মাধবদী ডাইং ফিনিশিং লিঃ

মোঃ নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া লিটন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ক্ষুদ্র শিল্প
৩য় পুরস্কার

মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিমিটেড, মাধবদী, নরসিংদীতে অবস্থিত। এটি ২০০১ সালে বাণিজ্যিক ভাবে কাপড় প্রসেসিং শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪,০০,০০,০০০ গজ কাপড় বিভিন্ন কালারে প্রসেসিং করে থাকে। উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। এ শিল্প-কারখানায় অনেক জনবলের কর্ম-সংস্থান রয়েছে যা দেশের বেকারত্ব হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া লিটন সিআইপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প স্থাপন ও পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি সহ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর পর দুই বার ২০১৬, ২০১৭ সালে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সি আই পি শিল্প) নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের শিল্প খাতের অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মাঝারি শিল্পে ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশ টেক্সটাইল ডাইং প্রিন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে ৭ই এপ্রিল ২০১৭ সালে রাষ্ট্রীয় সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নয়াদিল্লি সফর করেন। এছাড়াও ২৮শে মে ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাষ্ট্রীয় সফর সঙ্গী হয়ে জাপান ও সৌদি আরব সফর করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি সম্মাননা পুরস্কার ২০১৭ ও শেরে বাংলা শাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন, শিল্পক্ষেত্রে ও সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য হিউম্যান রাইটস্ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অর্জন, মহাত্মা গান্ধী রত্ন অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অর্জন, মুক্তিযোদ্ধের বন্ধু জর্জ হ্যারিসন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ অর্জন, ৯ মমিজাফ ক্রিয়েটিভ অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ ও ২০১৯ অর্জন করেন।

সামাজিক অবস্থানে মোঃ নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া লিটন বাংলাদেশ টেক্সটাইল ডাইং প্রিন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্সের পর পর তিনবার নির্বাচিত পরিচালক, বাংলাদেশ এফবিসিসিআই-এর-পর পর চার বার জেনারেল বডি মেম্বার, জবেদা ভূইয়া আদর্শ বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, নিজামউদ্দিন ভূইয়া দারুসসুন্নাহ ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কান্দাইল ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ ও হাজী জিন্নত আলী ভূঁইয়া মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে মাধবদী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি এবং নরসিংদী জেলা কারাগারের বর্তমান বেসরকারি কারা পরিদর্শক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। নরসিংদী ক্লাব লিমিটেড এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন মাধবদী থানার উপদেষ্টা, শতায়ূ নামে একটি সেবা মূলক সংগঠনের বর্তমান সভাপতি, মাধবদী পৌরসভার শিকর-২১ নামের সেবামূলক সংগঠন এর বর্তমান সভাপতি এবং মাধবদী বড় মসজিদের বর্তমান সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কারখানার মূল গেট

উৎপাদিত পণ্য

উৎপাদিত পণ্য

ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ কর্মকর্তাগণ

ল্যাবরেটরি

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ

এম. এ সবুর
স্বত্বাধিকারী

মাইক্রো শিল্প
১ম পুরস্কার

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ বাংলাদেশের একটি বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের পুষ্টির চাহিদা এবং গরুর দুধের সংকট মেটানোর পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে মাসকো গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব এম. এ সবুর ২০১৪ সালে কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ নামে একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জনগনকে দুধ এবং দুগ্ধজাতীয় খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা।

ভোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান সংকল্পবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে সক্ষম।

পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুধ উৎপাদন অনেকটা সফলতার সাথে এগিয়ে আছে। প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাভীর দুধ দোহন ব্যবস্থা এবং গাভীর শরীরে বিশেষ ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থাসহ শারীরিক সকল অবস্থা মোবাইলের মাধ্যমে বার্তা সংরক্ষণ করা হয়।

খামারের খাদ্যসমূহ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে মান নির্ণয়ের পর যথার্থ বলে বিবেচিত হলেই গরুর খাদ্য হিসাবে খাওয়ানো হয়। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলকে ডেইরী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার কার্যক্রম বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত অবস্থা, হেলথ এবং সেফটি নীতিমালা রয়েছে যা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। রয়েছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বায়োগ্যাস প্রকল্প বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সমূহকে পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয়। কর্মীরা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে থাকে।

মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ সবুজ প্রকৃতি গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে গাছ বিতরণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুদান প্রদান করে থাকে।

ফার্মের মূল ফটক

গাভী পরিচর্যা শেড

ষাঁড় পরিচর্যা শেড

সার্বক্ষণিক ডাক্তার

সকল শেড

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড

মোঃ মাহবুবুল হাসান
পরিচালক

কুটির শিল্প
১ম পুরস্কার

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড একটি মোবাইল সিম কার্ড এবং রিচার্জ কার্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাটির ঠিকানা ৩৪৯ সাবেক ৭৪/১ মুদাফা পূর্বপাড়া, কাকিল সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর। এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড প্রতিষ্ঠা হতে বাংলাদেশের মোবাইল অপারেটর কোম্পানি যেমন: রবি, গ্রামীনফোন, বাংলালিংক, এয়ারটেল সিম কার্ড এবং রিচার্জ কার্ড উৎপাদন করে থাকে। পূর্বে এই সিম কার্ড এবং রিচার্জ কার্ড গুলো দেশের বাইরে থেকে আমদানি করতে হত বর্তমানে বিগত ২০১৭-২০২০ সাল সময় কালে সর্বমোট ৪৬,০৩৭,৮২৫ টি সিম কার্ড এবং ২৯৪,৮২৮,৪৩৪ টি রিচার্জ কার্ড সকল মোবাইল অপারেটর কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়েছে।

মানসম্মত সরবরাহকারী হিসেবে গ্রামীনফোন কর্তৃক ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেডকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন রকম সুযোগ- সুবিধা প্রদান করে থাকে, যেমন: প্রভিডেন্টফান্ড, গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ ইসুরেন্স, চিকিৎসাভাতা ইত্যাদি। কর্মচারীদের কাজের মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সুরক্ষার অংশ হিসাবে অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে মসজিদ, মাদ্রাসায় অনুদান প্রদান ও গরিব-দুঃখী মানুষদের বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ফার্মের মূল ফটক

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড প্রডাকশন এর পর বক্ষ করা হচ্ছে

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড প্রডাকশন কন্ট্রোল রুম

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড প্যাকেজিং

ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড মেশিন রুম

রং মেলা নারী কল্যাণ সংস্থা (আর এন কে এস)

সাবিরা সুলতানা
স্বত্বাধিকারী

কুটির শিল্প
২য় পুরস্কার

রং মেলা নারী কল্যাণ সংস্থার স্বত্বাধিকারী সাবিরা সুলতানা বি.এ পাস করার পর মা ও স্বামীর চরম উৎসাহে ১৯৯৫ সাল থেকে শখের বসে এ কাজ করা শুরু করেন। নারী উন্নয়নে কাজ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করা এবং সুবিধা বঞ্চিত নারীদের উন্নয়নের পথ দেখানোর ব্রত নিয়ে সরকারি-বেসরকারিভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এ কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি নিজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন পাশাপাশি অন্যদের প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ ইং সাল পর্যন্ত ব্রাক ইইপি কর্মসূচিতে নারায়ণগঞ্জ জেলায় তিনটি উপজেলার আড়াই হাজার, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও তিন হাজার নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস চালিয়ে যান।

২০১৩ইং সাল থেকে অদ্যাবধি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা কর্তৃক পরিচালিত কারুকুঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অসংখ্য নারীদের প্রশিক্ষিত করা হয়। ২০১৬ ইং সাল থেকে করোনা কালীন সময় পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে কারাবন্দীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয় যেন কারাবন্দী জীবন থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে সমাজ ও পরিবারের জন্য অনবদ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে দলিত সম্প্রদায়ের নারীরা যাতে কর্মের মাধ্যমে সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে এবং আগামী প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০১৩ গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ২০১৩-২০১৪ সালে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে জায়ীতা সম্মাননায় ভূষিত হন। প্রতিষ্ঠানটি নারীবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সৃষ্ট সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

কচুরি ফুল

ডেকোরেশন মোম

রিবন ফ্লাওয়ার

হাতে কলমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মৃৎ শিল্প পণ্য

ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড

মোঃ রুহুল আলম আল মাহবুব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

হাইটেক শিল্প
১ম পুরস্কার

প্রযুক্তি খাতের সফলতম কোম্পানি ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশে উৎপাদন ও বিপনন করছে বিখ্যাত স্যামসাং ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন ও কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী।

ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড ২০১৭ সালে স্যামসাংয়ের সহযোগিতায় নরসিংদীর শিবপুরে উপজেলার পুটিয়া বাড়িতে বিশ্বমানের ফ্যাক্টরি গড়েছে। 'মেইড ইন বাংলাদেশ' গৌরব নিয়ে সেখানে তারা উৎপাদন করছে স্যামসাং স্মার্টফোন, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ওয়াশিং মেশিন। তিন হাজারের বেশি বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আর দক্ষ কর্মীবাহিনীর নিরন্তর প্রয়াসে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স বিস্ময়কর সাফল্যের সাথে বাংলাদেশে হ্যান্ডসেট সেগমেন্টে স্যামসাং স্মার্টফোনকে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান মোবাইল ব্রান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সকে 'দ্য ফার্স্ট গ্লোবাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার ইন বাংলাদেশ ফর স্যামসাং স্মার্টফোন এন্ড কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সর্বাধিক ভ্যাটদাতা কোম্পানি হিসাবে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সকে পুরস্কৃত করেছে।

ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব রুহুল আলম আল মাহবুব (সিআইপি-শিল্প) প্রযুক্তি খাতের অন্যতম পথিকৃৎ উদ্যোক্তা। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশিদের জীবন-মান উন্নয়ন ও জীবনধারার আধুনিকায়নে তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তাদের জন্য সর্বোচ্চ মান ও স্বাচ্ছন্দের বিভিন্ন পণ্য সহজলভ্য করে তোলার প্রয়াসে তিনি নিবেদিত রয়েছেন। প্রতিষ্ঠাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী দিকনির্দেশনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আর 'মেইড ইন বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কাজ করছেন।

ফেয়ার গ্রুপ বিশ্বখ্যাত অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং জায়ান্ট হুন্দাই-এর বাংলাদেশ পার্টনার। ফেয়ার গ্রপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ফেয়ার টেকনোলজি লিমিটেড গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্কে গড়ে তুলেছে অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি। ফেয়ার টেকনোলজির ডিরেক্টর ও সিইও মুতাসসিম দায়ানের নেতৃত্বে খুব শিগগিরই এই ফ্যাক্টরি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাচ্ছে। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সড়কে চলবে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' হুন্দাই গাড়ি।

ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স ফ্যাক্টরি, শিবপুর, নরসিংদী

ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্সের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজার ভিতরের দৃশ্য

স্যামসাং রেফ্রিজারেটর উৎপাদন ইউনিটের একাংশ

স্যামসাং ওয়াশিং মেশিন উৎপাদন ইউনিট (রোবোটিক)

স্যামসাং রেফ্রিজারেটর উৎপাদন ইউনিট

মীর টেলিকম লিমিটেড
মাহরীন নাসির
পরিচালক

হাইটেক শিল্প
২য় পুরস্কার

মীর টেলিকম লিমিটেড আন্তর্জাতিক ইনকামিং ও আউটগোয়িং টেলিযোগাযোগে দেশের প্রথম সরকার অনুমোদিত বেসরকারি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (IGW) হিসেবে দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে আসছে। সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি সংস্থাপন, দক্ষ জনবল নিয়োগ, নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মীর টেলিকম লিমিটেড উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ঠিকানা রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৭, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা ঢাকা।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের ১৮০টিরও উপরে স্বণামধন্য সরকারি ও বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানির সাথে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বাধিক পরিচিত ডাটা সেন্টারে নিজস্ব সরঞ্জামাদি স্থাপন করে (POP) সাবমেরিন ক্যাবল এবং ভূগর্ভস্থ ক্যাবলের মাধ্যমে কল আদান প্রদান করছে। মীর টেলিকম লিমিটেড আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রদানের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এবং বিকল্প সংযোগ ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন করে প্রবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্য দেশি/বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহে এই সেবা প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে মীর সরকারি নির্দেশিকা ও নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করে উন্নত সেবা প্রদান, দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই কোম্পানি ইতিপূর্বে সেবা খাতে অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ সালে পাঁচ বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করে।

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার ও উন্নয়নে মীরের Tier-3 ডাটা সেন্টার ও ক্লাউড সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) ইতোমধ্যে সকল পর্যায়ের IT প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা খাতের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সকল সেবাকে আরও সময়োপযোগী এবং সাশ্রয়ী করতে মীরের দক্ষ জনবল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অফিস ভবন

পাওয়ার সিস্টেম

সুইচ রুম

কল ট্রান্সমিশনের সুইচ রুম

অফিস ভবন ২

সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড

এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম
চেয়ারম্যান

হাইটেক শিল্প
৩য় পুরস্কার

'সার্ভিস ইঞ্জিন লি.' বাংলাদেশ আইটি খাতের একটি সেরা 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)' কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ঠিকানা ৬/এফ বাড়ি-০৮, আব্বাস গার্ডেন, মহাখালি, ডি ও এইচ ঢাকা। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জনাব 'এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম' এর স্বপ্রণোদিত উদ্যোগে ২০০৬ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সুদক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'সার্ভিস ইঞ্জিন লি.'-এর যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাটি শীঘ্রই দেশের জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সমাজকল্যাণে সহযোগিতা, হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিষেধ পালন ও নানা জনহিতকর কর্ম হেতু- 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা' গঠনে একটি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সময়োপযোগী প্রযুক্তি এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে- বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সাফল্য আনয়ন এবং শিল্পের দক্ষতা ও প্রক্রিয়া পরিচালনার সমন্বয় করে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভাবন ও খরচ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহযোগিতা করা।

সেবাসমূহ

দেশ সেরা আন্তর্জাতিক সহযোগি প্রতিষ্ঠান 'সার্ভিস ইঞ্জিন লি.'- বহু বিশ্বসেরা বিজ্ঞাপনি সংস্থা, মিডিয়া এবং প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিসেবা প্রদান করে, যেমন-এ্যাড অপারেশন, ব্যাক-অফিস প্রসেসিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ক্রিয়েটিভ সার্ভিস, ডেটা সল্যুশন, মিডিয়া প্লানিং এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অটোমেশন এবং আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গঠনেও সহযোগিতা করে আসছে।

আন্তর্জাতিক অর্জন

. ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব আউটসোর্সিং প্রফেশনালস (আইএওপি)

. সিএমএম আই লেভেল-৩

. আইএসও-৯০০১ এবং আইএসও-২৭০০১

জাতীয় অর্জন

. এক্সপোর্ট গোল্ড অ্যাওয়ার্ড

. প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অব বাংলাদেশ

. বেসিস বেস্ট আউটসোসিং অ্যাওয়ার্ড

. বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

উপসংহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ৫ (পাঁচ) বিলিয়ন ডলারের সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দেশের জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে একটি জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণে কাজ করাই 'সার্ভিস ইঞ্জিন লি.'-এর প্রত্যাশা।

অফিস ভবন

ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট

আইটি সার্ভিস

ওর্য়াক স্টেশন

ওর্য়াক স্টেশন

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯ এর তালিকা

ক্রঃ	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ক্যাটাগরি
০১	বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া	বৃহৎ শিল্প
০২	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড	নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	বৃহৎ শিল্প
০৩	মীর সিরামিক লিমিটেড	উত্তর মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর	বৃহৎ শিল্প
০৪	জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড	পাগাড়, টঙ্গী, গাজীপুর	বৃহৎ শিল্প
০৫	বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস লিমিটেড	ডোমনা, কাশিমপুর, গাজীপুর	মাঝারি শিল্প
০৬	নোমান টেরি টাওয়েল মিলস লিমিটেড	পূর্ব ভাওয়াল, মির্জাপুর, গাজীপুর	মাঝারি শিল্প
০৭	অকো-টেক্স লিঃ	দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানী বাজার (বিকেএসপি), কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	মাঝারি শিল্প
০৮	ক্রীমসন রোসেলা সী ফুড লিঃ	ইসমাইলপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	মাঝারি শিল্প
০৯	প্রমি এগ্রো ফুডস লিমিটেড	৪৮৭, গোবিন্দপুর, মৈয়নারটেক,উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০	ক্ষুদ্র শিল্প
১০	মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস লিঃ	ছোট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংদী	ক্ষুদ্র শিল্প
১১	এপিএস হোল্ডিংস লিঃ	হোল্ডিং নং- ১০৬, ওয়ার্ড নং- ০৫, পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০	ক্ষুদ্র শিল্প
১২	মাসকো ডেইরী এন্টারপ্রাইজ	কেন্দুয়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	মাইক্রো শিল্প
১৩	খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস	৮১/১ যোগীনগর, পো:+থানা: ওয়ারী, ঢাকা-১১০০	মাইক্রো শিল্প
১৪	র‍্যাভেন এগ্রো কেমিক্যালস লিঃ	মিজমিজি, মৌচাক, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	মাইক্রো শিল্প
১৫	কোর-দি জুট ওয়ার্কস	হাউস: ২৭, রোড: ১১৯, ব্লক: সিইএস (বি), গুলশান, ঢাকা-১২১২	কুটির শিল্প
১৬	সামসুন্নাহার টেক্সটাইল মিলস্	ভাটপাড়া, পাঁচদোনা, নরসিংদী	কুটির শিল্প
১৭	ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	হাইটেক শিল্প
১৮	ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালটেন্টস লিমিটেড	এভারগ্রীন প্লাজা (নিচ তলা এবং দ্বিতীয় তলা), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।	হাইটেক শিল্প
১৯	সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড	সামিট সেন্টার ১৮, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।	হাইটেক শিল্প

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮ এর তালিকা

ক্রঃ নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ক্যাটাগরি
০১	ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড	নিউ ডিওএইচ রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	বৃহৎ শিল্প
০২	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	দেওয়ান ইদ্রিস রোড, বড় রাঙ্গামাটিয়া, জিরাবো, সাভার, ঢাকা-১৩৪০	বৃহৎ শিল্প
০৩	অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	আমীনকোর্ট (৭ম তলা), ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	বৃহৎ শিল্প (যোথী)
০৪	এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ	বাড়ুইপাড়া, আশুলিয়া, সভার, ঢাকা-১৩৪৫	বৃহৎ শিল্প (যোথী)
০৫	তাফরিদ কটন মিলস্ লিঃ	ভরাডোবা, ভালুকা, ময়মনসিংহ-২২৪০	মাঝারি শিল্প
০৬	শেলটেক টেকনোলজি লিমিটেড	ফরফরা তেজিজুড়ি, জৈন্তাপুর, সিলেট-৩১০০	মাঝারি শিল্প (যোথী)
০৭	আকো-টেক্স লিমিটেড	দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানী বাজার (বিকেএসপি), কাশিমপুর, গাজীপুর-১৭০০	মাঝারি শিল্প (যোথী)
০৮	মেসার্স এনভয় ফ্যাশন্স লিঃ	জামগড়া, ইয়ারপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪১	মাঝারি শিল্প (যোথী)
০৯	কনসেপ্ট নীটিং লিমিটেড	কাকিল, সাতাইশ, তিলারগাতি, সাতাইশ বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১২	ক্ষুদ্র শিল্প
১০	এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিঃ	হোল্ডিং নং-১০৬ (তয় তলা), ওয়ার্ড নং-০৫, পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া, দক্ষিণ, ঢাকা-১২৩০	ক্ষুদ্র শিল্প
১১	সামিট আয়েল এন্ড শিপিং কোম্পানি লিঃ (ঝঙঝঈখ)	গ্রাম: কালাকুর, থানা: বাসন, কড্ডা, গাজীপুর-১৭০২	ক্ষুদ্র শিল্প
১২	ট্রিম ট্রেক্স বাংলাদেশ	ক-১৬/৬ দক্ষিণ বাড্ডা, লেক সাইড, ঢাকা-১২১২	মাইক্রো শিল্প
১৩	মাসকো ওভারসিস্ লিমিটেড	বাগহাটা, নরসিংদী সদর, নরসিংদী-১৬০৩	মাইক্রো শিল্প
১৪	ক্রিমসন রোসেলা সী ফুড লিঃ	ইসমাইলপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-৯৪৫০	মাইক্রো শিল্প
১৫	ক্ল্যাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি	গ্রাম: গোসাইবাড়ী, পো: হাপুনিয়া, থানা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া-৫৮৪০	কুটির শিল্প
১৬	ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড	৩৪৯, মুদফা পূর্বপাড়া, কাকিল, সাতাইশ, টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১১	কুটির শিল্প
১৭	রূপকথা যুব ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা	৩২, জহুরাবাদ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬	কুটির শিল্প
১৮	সার্ভিস ইঞ্জিন লিঃ	৬/এফ, বাড়ী-০৮, আব্বাস গার্ডেন, মহাখালী, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬	হাইটেক শিল্প
১৯	মেটাট্যুড এশিয়া লিমিটেড	৩৬, সেনারগাঁও জনপথ (লেভেল ৪২৫) সেক্টর-০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০	হাইটেক শিল্প

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৭ এর তালিকা

ক্রঃ নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ক্যাটাগরি
০১	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	স্কয়ার সেন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২	বৃহৎ শিল্প
০২	এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ	জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ	বৃহৎ শিল্প
০৩	অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	আমিনকোর্ট (৭ম তলা) ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	বৃহৎ শিল্প
০৪	গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেড	নিঝুরি, বারাইদ, ২নং মেদয়ারি, ভালুকা, ময়মনসিংহ	মাঝারি শিল্প
০৫	ডি এন্ড এস প্রিটি ফ্যাশনস লিঃ	দক্ষিণ সালনা, সালনা, গাজীপুর	মাঝারি শিল্প
০৬	জি এম ই এগ্রো লিমিটেড	হোল্ডিং নং-এ-৬৩/২, ছোট চন্দ্রাইল ধামরাই, ঢাকা	মাঝারি শিল্প
০৭	অকো-টেক্স লিঃ	দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানী বাজার (বিকেএসপি) কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	ক্ষুদ্র শিল্প
০৮	এপিএস এ্যাপারেলস লিমিটেড	হোল্ডিং নং-১০৬, ওয়ার্ড নং-০৫, পূর্ব ফায়দাবাদ আটিপাড়া, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০	ক্ষুদ্র শিল্প
০৯	বিএসপি ফুড প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড	প্লট নং-এস/৫৪, বিসিক শিল্প এলাকা কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	ক্ষুদ্র শিল্প
১০	স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস	বাসা-২৫, রোড-১, মোহাম্মদপুর হাউজিং লিঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২১২	মাইক্রো শিল্প
১১	কোর দি জুট ওয়ার্কস	হাউজ# ২৭, রোড#১১৯, ব্লক-সিইএস (বি), গুলশান, ঢাকা-১২১২	কুটির শিল্প
১২	প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	বাসা-০২, রোড-৩৮, ব্লক-ট, মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬	কুটির শিল্প
১৩	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড	৬/এফ, বাড়ী-০৮, আব্বাস গার্ডেন, মহাখালী, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬	কুটির শিল্প
১৪	ন্যাসেনিয়া লিমিটেড	বাড়ী-৬/১৪, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭	হাইটেক শিল্প

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৬ এর তালিকা

ক্রঃ নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ক্যাটাগরি
০১	ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিঃ	খাদুন, রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	বৃহৎ শিল্প
০২	স্পেক্ট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড	গ্রাম: রাজেন্দ্রপুর, উপজেলা: দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা	বৃহৎ শিল্প
০৩	এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ	জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ	বৃহৎ শিল্প
০৪	বিআরবি পলিমার লিমিটেড	বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া	মাঝারি শিল্প
০৫	চিটাগং ডেনিম লিঃ	কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর	মাঝারি শিল্প
০৬	বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ	নন্দখালী, তেতুলঝোড়া (সিংগাইড় রোড), হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা	মাঝারি শিল্প
০৭	রানার অটোমোবাইল লিঃ	ইস্ট্রেড স্টোর, গ্রাম: পাড়াগঞ্জ (বারাচালা), থানা: ভালুকা, উপজেলা: ভালুকা, ময়মনসিংহ	ক্ষুদ্র শিল্প
০৮	অকো-টেক্স লিঃ	দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানী বাজার, (বিকেএসপি) কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	ক্ষুদ্র শিল্প
০৯	মেসার্স আবুল ইন্ডাস্ট্রিজ	বঙ্গবীর রোড, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	ক্ষুদ্র শিল্প
১০	স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস	বাসা-২৫, রোড-১, মোহাম্মদপুর হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	মাইক্রো শিল্প
১১	কারুপণ্য	শহীদ মোঃ আলী সড়ক, তাঁতিপাড়া, ঠাকুরগাঁও	কুটির শিল্প
১২	সুপার স্টার ইলেক্ট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিঃ	রামবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ	হাইটেক শিল্প
১৩	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড	৬/এফ, বাড়ি-০৮, আব্বাস গার্ডেন, মহাখালী, ডি ও এইচ এস, ঢাকা-১২০৬	হাইটেক শিল্প

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৪ এর তালিকা

ক্রঃ নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ক্যাটাগরি
০১	বিএসআরএম স্টিলস লিঃ	আলী ম্যানসন, ১২০৭/১০৯৯, সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম।	বৃহৎ শিল্প
০২	আব্দুল মোনেম লিঃ	মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, ১১১, বীর উত্তম সিআরদত্ত রোড, ঢাকা ১২০৫	বৃহৎ শিল্প
০৩	বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া-৭০০০	বৃহৎ শিল্প
০৪	বসুমতি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ	৪৭, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫	মাঝারি শিল্প
০৫	ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট লিঃ	১৪/এ, ৩১/এ, তেজকুনিপাড়া, সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫	মাঝারি শিল্প
০৬	জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস্ লিঃ	১৬, হাজী মোহসিন রোড, খুলনা-৯১০০	মাঝারি শিল্প
০৭	মেসার্স হেলাল এন্ড ব্রাদার্স	সেকের চর, বাবুর হাট, নরসিংদী	ক্ষুদ্র শিল্প
০৮	এডেসান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ	মান্নান ভবন (৩য় তলা), ১৫৬, নুর আহম্মদ সড়ক, চট্টগ্রাম ৪০০০	ক্ষুদ্র শিল্প
০৯	প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ	বিসিক শিল্প নগরী, পাবনা	ক্ষুদ্র শিল্প
১০	জননী উইভিং ফ্যাক্টরী	সাকরাইল (চান্দইর), ডাকঘর-গড়পাড়া, উপজেলা-মানিকগঞ্জ সদর, জেলা-মানিকগঞ্জ	কুটির শিল্প
১১	ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিঃ	আমিন ফিউচার পার্ক (৭ম তলা), ১৪৪০/এ, স্ট্রেন্ড রোড, চট্টগ্রাম-৪১০০।	হাইটেক শিল্প
১২	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড	১১১, বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫	হাইটেক শিল্প

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯
শিল্প মন্ত্রণালয়
রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd